শেষ

কবিরত্ন

শ্রীযদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রণীত

—০—

হাউথগরিয়া, হরিভক্তি-প্রদায়িনী সভার সম্পাদক

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত

কলিকাতা

৫ নং রামধন মিত্রের লেন, শ্যামপুকুর

"বিশ্বকোষ প্রেসে"

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত

১৩১৩

উৎসর্গ।

পরম পূজনীয়

শ্রীযুক্ত তারকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অগ্রজমহাশয় শ্রীচরণেষু

দাদা!

আমি আপনার সেই স্নেহের যদুনাথ। ইহ জীবনে আপনার অকৃত্রিম ভালবাসার কিছু যে প্রতিদান দিব, সে আশা আমার নাই। আপনার অনুপম ভালবাসার সহিত পার্থিব পদার্থের বিনিময় হয় না। ইহ জগতে আমার কিছুই নাই যাহা দ্বারা আপনার অকৃত্রিম স্নেহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারি। তবে আমার যেটী প্রিয়, আমি যে বস্তুটীকে ভালবাসি, সেইটী আপনাকে দিতে পারিলে, আমার মন যেন একটু তৃপ্ত হয়। এই আশায়, আমি আমার প্রিয় বস্তু "শেষ" নামক পুস্তকখানি লইয়া আপনার করকমলে সমর্পণ করিলাম। আশা করি যে ভালবাসার দ্বারা যদুনাথের দোষকেও গুণ বলে বিবেচনা করেন, সেই ভালবাসার দ্বারা এই পুস্তকখানি দোষপূর্ণ হইলেও আন্তরিক ভক্তিপ্রকাশের স্মৃতিচিহ্ন বলিয়া গ্রহণ করেন।

আপনার স্নেহের

যদুনাথ

বিজ্ঞাপন।

কিছুদিন হইল, আমি এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি রচনা করিয়াছি। গ্রন্থরচনা করিব বলিয়া ইহা রচিত হয় নাই। চপলতাসুলভ মানসিক ভাবই ইহার উৎপত্তির কারণ। সময়ে সময়ে অবকাশ মত যে সমস্ত মনের ভাব উদিত হইয়াছিল, তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম। অনন্তর, আমার কতিপয় বন্ধু এই পদ্যগুলি দেখিয়া আমাকে ইহা ছাপাইবার জন্য অনুরোধ করেন। প্রথমতঃ ইহা ছাপাইয়া হাস্যাস্পদ হইব ভাবিয়া তদ্বিষয়ে নিরস্ত ছিলাম; কিন্তু বন্ধুগণের বারংবার উত্তেজনায় ও আগ্রহে প্রচারিত করিতে বাধ্য হইলাম। জানি না, বিজ্ঞসমাজে ইহা আদৃত হইবে কি না? তবে তাঁহাদের নিকট সানুনয় প্রার্থনা, যেন তাঁহারা তাঁহাদের স্বাভাবিক গুণদর্শিতা গুণে এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি একবার অবলোকন করেন; তাহা হইলে আমার চির-পরিশ্রম সফল হইবে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, কলিকাতা জেনেরাল এসেম্ব্রি ইনষ্টিটিউশনের সংস্কৃত অধ্যাপক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাবিনোদ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও গরিয়ানিবাসী পূজনীয় শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত তারাপদ মুখোপাধ্যায় ইহার কতকাংশ দেখিয়া দিয়া আমাকে চিরবাধিত করিয়াছেন, এজন্য তাঁহাদের নিকট চির-কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকিলাম।

প্রশংসা-পত্র।

কিছুদিন গত হইল, আমি সাউথগরিয়া নিবাসী কবিরত্ন শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় প্রণীত "শেষ" নামক পুস্তকখানি পাঠ করিয়া কতদূর আনন্দিত হইয়াছি তাহা লিপিদ্বারা জানাইতে পারি না। এই পুস্তকে শাস্ত্রীয় মতামত যেরূপ সরলভাবে লিখিত হইয়াছে তাহা বিস্ময়জনক। ইহা যে পণ্ডিত-সমাজে বিশেষ আদরণীয় হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এরূপ গ্রন্থের বহুলপ্রচার একান্ত প্রার্থনীয়।

স্মৃতিতীর্থোপাধিক
শ্রীআশুতোষ শর্ম্মা,
বাহির সিমলা, কলিকাতা।

কবিরত্ন শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "শেষ" গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। ইহার মধ্যে মধ্যে যে সমস্ত শাস্ত্রের গভীর আলোচনা করা হইয়াছে, তাহা অবলোকন করিলে গ্রন্থকারের ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকা যায়

না। আমার ইচ্ছা সকল লোকেই যদুবাবুর এই পুস্তকখানি দেখিয়া নয়ন মন পরিতৃপ্ত করেন। যদু বাবুর ন্যায় কবির দীর্ঘজীবন আমাদের একান্ত প্রার্থনীয়।

শ্রীভগবতীচরণ শর্ম্মা,

বাদুড়বাগান, কলিকাতা।

আমি শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রণীত "শেষ" নামক খণ্ড কাব্য আদ্যোপান্ত দেখিয়া সাতিশয় প্রীত হইলাম। এই গ্রন্থে অতিশয় সুললিত শব্দ বিন্যস্ত এবং দুরূহ বেদান্তাদি শাস্ত্রের গূঢ় ভাবার্থ পদ্য মধ্যে সন্নিবেশিত থাকায় পাঠ করিলেই প্রণেতার অসীম কবিত্বশক্তির ও শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের বহুল প্রচার আমার একান্ত প্রার্থনীয়। ইতি।

শ্রীচণ্ডীচরণ শর্ম্মা,

গরাণহাটা, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় প্রণীত "শেষ" নামক কবিতাবলির মধ্যে মধ্যে পাঠ করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। কবিতাগুলির ভাষা হৃদয়-গ্রাহিণী হইয়াছে। গ্রন্থকর্ত্তা অনেক গভীর গবেষণা

করিয়া যে এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থের কতিপয় অংশ পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। এই গ্রন্থের অনেক স্থানে জীবাত্ম-পরমাত্ম-সম্বন্ধে অনেক দার্শনিক মীমাংসাও আছে। ঐ মীমাংসাগুলি পাঠ করিলে তাঁহার বুদ্ধিমত্তার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। আমার বিশ্বাস, সহৃদয় মহোদয়গণ এই পুস্তক পাঠ করিলে যে বিশেষ প্রীতিলাভ করিবেন, তাহাতে কোন সংশয় নাই।

শ্রীকামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ,
শ্যামপুকুর, কলিকাতা।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "শেষ" পাঠ করিয়া শেষের কত কথাই মনে পড়িল। শেষের জন্য সকলকেই প্রস্তুত থাকা চাই। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যেন জন্মান্তরীণ কর্ম্মফলে পূর্ব্বজন্মের সেই "শেষ" সংস্কার লইয়া গৃহাশ্রমে প্রবেশ করিয়াছেন। গ্রন্থখানি দার্শনিক ও ভাবুকের নিকট আদৃত হইবার যোগ্য বটে।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু,
বিশ্বকোষ সম্পাদক।

শেষ

১

লিখিবারে "শেষ" লেখনী না সরে,
বর্ণনা-অতীত, কল্পনা না ধরে,
মনের স্থিরতা, চলে যায় কোথা
আশা হ'ল বৃথা, লিখি কি প্রকারে।

২

তাহাতে চঞ্চল সামান্য হৃদয়,
বিদ্যাবুদ্ধিহীন, নাহি জ্ঞানোদয়,
অসম্ভব তবে, "শেষ" লেখা হ'বে,
বামনের যথা আশা চন্দ্রমায়।

৩

তবু কি দুরাশা আশাপ্রবর্ত্তিনী
কুবুদ্ধিচালিত এ ক্ষুদ্র লেখনী।
লিখিতে উদ্যত শেষ তত্ত্ব যত
করিবারে মোরে হাস্যাস্পদ জানি॥

৪

হায় রে কুবুদ্ধি আশা-প্রসবিনী
তোমারি প্রশ্রয়ে সুখসাধ্য গণি
বণিবারে শেষ সচেষ্ট বিশেষ
ধন্য বুদ্ধি তোর শক্তিসঞ্জিবনী ॥

৫

উড়ুপে দুস্তরে তরিবারে আশ,
কিংবা বালি দিয়া বাঁধিতে প্রয়াস,
খর স্রোতস্বিনী, এ আশা তেমনি
অজ্ঞান হৃদয়ে অপূর্ণ বিকাশ ॥

৬

যাহা কিছু দেখি সব লোপ পা'বে
আমার অস্তিত্ব নাহি তবে র'বে।
এ ভাবনা মনে ভাবিব কেমনে
কি হইবে শেষে কোথা লীন হবে ॥

৭

আত্মাসনে যবে মিলনের কালে
জীবাত্মার লয় হবে কর্ম্মস্থলে।
দৃশ্য দেহ শেষে পঞ্চভূতে মিশে
যাবে, রবে নাম এ মহামণ্ডলে ॥

৮

জানি না জীবাত্মা কোথায় যে যায়,
কিংবা দেহসনে প্রপঞ্চে মিশায়।
তবে জানি তার থাকে না যে আর
নিজস্ব বলিয়া সম্বন্ধ ধরায়॥

৯

তবে কেন আর নিজস্ব বিচারে
স্বার্থপর সদা রত কু-আচারে।
অক্ষয় অমর এ দেহ নশ্বর
ভাবি রে সতত জ্ঞানের বিকারে॥

১০

এ সুখ সম্পদ্, ঐশ্বর্য্য, বৈভব,
রবে চিরদিন, ইহা কি সম্ভব ?
তবে কেন মরি, ভাবি আপনারি
যা কিছু উদ্ভূত, লীন যদি সব ?

১১

যদি বল ইহা প্রকৃতি-সংযোগ
মম ভাগ্যে আছে ঐশ্বর্য্য সম্ভোগ।
তবে কেন তায় দুঃখ দেখা যায় ?
ভুঞ্জি কেন বল দুঃখ তাপ রোগ॥

১২

মাথা আছে যা'র তার(ই) মাথাব্যথা
ভোগ শেষে শুনি দুঃখের বারতা।
ভোগ-সুখ হয় দুঃখে বিনিময়
ভোগে সুখ, কিন্তু অভাবে অন্যথা।

১৩

জন্ম হ'তে যার হয় এই জ্ঞান,
যে আছে যেখানে সকল সমান।
ভোগ উপচার নাহি থাকে আর
শেষ স্মৃতি তার সুখের নিদান।

১৪

কিন্তু রে মায়ার একি বিড়ম্বনা
জানি শুনি সব সহি রে যাতনা।
যত সুখ যাতে তত দুঃখ তাতে
দেখি, কিন্তু তবু ভ্রম ত গেল না।

১৫

বুঝিতে না পারি প্রকৃতিবিচার
বর্ণিতে না পারি অনন্ত ব্যাপার
প্রিয়বস্তু সবে, পাসরিতে হ'বে
আপনার কিছু থাকিবে না আর।

শেষ

১৬

কোন কিছু যদি চিরস্থায়ী নয়
এ সুখসম্ভোগ কিসে তবে হয় ?
তবে প্রিয়জন, কিসে বা আপন
ভালবাসা তবে কিসে বা উদয় ?

১৭

বৈদ্যুতিক গতি হয় সহবাসে
তাই কিরে হেন ভালবাসা আসে ?
তাই বা কেমনে দূরে নিজজনে
দেখিবারে মন, বেশী ভালবাসে।

১৮

রক্তের সংস্রবে মায়ার(ই) উদয় ?
সে'বা কিসে বলি, দেখি বিপর্য্যয়।
ভার্য্যা-ভ্রাতৃগণ কাহার(ও) আপন,
প্রাণ সহোদর এও পর হয়॥

১৯

তবে কি রে মায়া তমোগুণে রয় ?
আমরা সংসারী যাহার আশ্রয়
লয়েছি জীবনে প্রকৃতি বিধানে,
কিংবা সত্ত্বগুণবর্জ্জিত বিধায়।

শেষ

২০

তমোগুণ হ'তে তুচ্ছ মায়াপাশে
আবদ্ধ আমরা মোহের আবেশে—
পর আপনার করিয়ে বিচার,
ভুঞ্জি তাই সবে দুঃখরাশি শেষে।

২১

মীমাংসার শেষে কিছু নাহি রয়
যাহার লাগিয়া কাঁদিবে হৃদয়।
না থাকে ভাবিয়া কেন ভবে হিয়া
কাঁদে, শেষস্মৃতি হইলে উদয়॥

২২

যা কিছু রে আছে কিবা রে আমার
কিছুতে দেখি না কা'র অধিকার।
তবে কি মায়ায় জান না রে হায়
করিবে সতত নিজস্ব বিচার।

২৩

কেন যে জড়িত মিছা মায়াজালে,
শিশু সম খেলি কোন্ ইন্দ্রজালে,
আত্মপর বোধে শুভ পথ রোধে
শেষে সদা দেখি দুঃখানল জ্বলে॥

২৪

ভ্রমে পড়ি সদা মোহের আঁধারে
ভাসি অহঙ্কার-কৃতিত্ব-পাথারে,
না ভাবি কখন লীলা সম্বরণ
হ'বে, আমি ক্ষণস্থায়ী এ সংসারে।

২৫

কিন্তু রে যখন অবশ্য মরণ,
পার্থিব এ দেহ ত্যজিবে জীবন,
কা'র সাধ্য তবে নিয়তি খণ্ডিবে
কাল-স্রোত কেবা করিবে বারণ।

২৬

সূর্য্য-কুলোদ্ভব পূর্ণ-ব্রহ্ম রাম,
কোথা এবে সেই কৃষ্ণ বলরাম,
পাণ্ডব, কৌরব, কোথা এবে সব,
কাল-স্রোত হায়! বহে অবিরাম।

২৭

আছে কি সে বৃন্দা বৃন্দাবনে আর?
আছে কি রাধার নিকুঞ্জ বিহার?
কোথা সে ললিতা? বিশাখা বা কোথা?
কোথা বৃন্দাবনে সে শোভা অপার?

২৮

ধন্য মায়াময়! তব মায়াজালে,
কি বাঁধা বেঁধেছ মায়ার শৃঙ্খলে;
ভুগিছে নিয়ত, ত্রিতাপাদি কত,
অন্ধ তবু জীব, চক্ষু নাহি মেলে।

২৯

হায় কি বিচিত্র কুহক তোমার!
প্রকাশ্য, তবুও বুঝে সাধ্য কার?
সুধা-ভ্রমে বিষে জীব সুখ-আশে
মগ্ন, নাহি ভাবে পরিণাম তা'র।

৩০

ভাবি যবে শেষ নিয়তি লিখন,
কালস্রোতে মম ভাসিবে জীবন,
প্রাণ-প্রিয় সখা তুঙ্গ অট্টালিকা,
হবে না কি তারা দুঃখের কারণ?

৩১

ভাব দেখি মনে, স্নেহময়ী মাতা,
সংসারের সার, পূজ্যপাদ পিতা,
পুত্র-হিতকর, সদয় অন্তর,
পুত্রগতপ্রাণ, প্রত্যক্ষ দেবতা,—

শেষ

৩২

শেষ শয্যাপাশে পাগলের মত,
নয়নেতে স্রোত বহিছে নিয়ত,
কভু আলিঙ্গন, কভু সম্বোধন,
হবে না কি এই দৃশ্য মর্ম্মাহত ?

৩৩

শুনিবে শ্রবণে করুণার স্বর,—
ভ্রাতৃ-হাহাকার মর্ম্মভেদী শর
ভেদিয়া অম্বর ভেদিবে অন্তর
উথলিবে হৃদে শোকের সাগর।

৩৪

বংশের গৌরব, সৌভাগ্য-প্রমাণ,
জীবন-সর্ব্বস্ব, প্রাণের সন্তান
লভি পুণ্যফলে, কিংবা দেববলে,
ভেবেছিলে মনে বহু ভাগ্যবান্।

৩৫

নয়ন-রঞ্জন, সংসার-ললাম,
দরশনে য্া'র সুখ অবিরাম,
যেরূপ নেহারি, শোকে শান্তিবারি
লভিতে, হইত গৃহ শান্তিধাম।

৩৬

জীবন-বাঞ্ছিত সেই শান্তিময়,
মায়ার আকর কোমল হৃদয়,
প্রিয় সন্নিধানে, শেষ সম্বোধনে
বিদায় লইতে ইচ্ছা কি রে হয় ?

৩৭

কিন্তু, হায় ! মৃত্যু ইচ্ছাধীন নয়,
অনিচ্ছাতে হ'বে এ দেহ বিলয় ;
হৃদয় রতন, ত্যজিবে যখন,
পাপ পরিতাপ হ'বে সে সময় ।

৩৮

তমোগুণে তমঃ দেখিবে নিয়ত,
বিচ্ছেদ যাতনা জ্বলিবে রে তত,
অধর্ম্মে অর্জ্জিত, বিলাস-জনিত
সুখ, দুঃখে তবে হবে পরিণত ;

৩৯

কাটিবে তখন এ মায়াবিকার,
দুঃখে ভরা হবে সুখের সংসার,
শেষের স্মরণ, হইবে তখন,
পাপ পুণ্য মনে, হইবে বিচার ।

৪০

হিংসা-দ্বেষ-পূর্ণ দূষিত-অন্তর,
পর-প্রপীড়নে না ছিল কাতর,
হ'য়েছে নিশ্চয় পাপের আশ্রয়,
পাপের যন্ত্রণা অতি ভয়ঙ্কর !

৪১

এ কি শেষ ভোগ ? মৃত্যু-শয্যা'পরে
কঠোর যন্ত্রণা, বিকৃত আকারে
নৃশংসের মত হয়ে বিস্ফারিত
হৃদয়ে আমার দাহ দণ্ড ধরে ?

৪২

কিংবা কিবে হায় ! দেহ-অবসানে
জীবাত্মা ভুগিবে পাপের বিধানে ?
তাই বা কেমনে ? বেদের প্রমাণে
আত্মার মিলন পরমাত্মসনে।

৪৩

দেহ ছাড়া আত্মা কখন কি ভোগে
আত্মার বিকার অবিদ্যাসংযোগে।
তবে কি প্রকারে কর্ম্ম অনুসারে
ফল পায় জীব এ দেহ বিয়োগে।

৪৪

তবে কিরে পাপী ভুগিবে না আর ?
মৃত্যুই কি শেষ পাপ অধিকার ?
নরক যাতনা, তবে কি কল্পনা ?
পাপ পুণ্য হবে অভেদ বিচার ?

৪৫

ডুবিবে কি তবে পুণ্যের মহিমা ?
যুগ যুগান্তর যাহার গরিমা
উজ্জ্বল অক্ষরে ত্রিদিব অন্তরে
দীপ্তিমান্, নাশি পাপরূপী অমা ।

৪৬

কিন্তু এ কল্পনা শাস্ত্রগত নয়;
কর্ম্মফল ভোগ হবে সুনিশ্চয় ।
স্থূল দেহ তার, হবে পুনর্ব্বার,
নব-ভাবে হবে জীর্ণ দেহালয় ।

৪৭

তবু যদি বল পুনর্জন্ম হয়,
শাস্ত্রে শুনি, কিন্তু আছে কি নিশ্চয়
ভাবিয়া না পাই, কোথা তবে যাই
কেন না বা তাহা স্মৃতিপথে রয় ?

৪৮

জীবে দশ দশা, জীব মাত্র জানে,
দেখিতেছি যাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণে।
এ দেহে যা ঘটে দেখি দৃশ্যপটে
পুনর্জ্জন্ম, এ'ত ভাবি অনুমানে।

৪৯

কিন্তু অনুমান বস্তুতে নিশ্চয়।
শূন্যে অনুমান কভু নাহি হয়॥
জ্ঞানের বিকাশে, অনুমান আসে,
অনুমান তবে অসম্ভব নয়।

৫০

এই স্থূল দেহে সুষুপ্তি সময়,
কে বলিতে পারে জীব কোথা রয়?
পুনঃ জাগরণে, না পায় সন্ধানে,
তা বলে কি পূর্ব্বস্থিতি মিথ্যা হয়?

৫১

এই সূক্ষ্ম দেহে যদি বিস্মৃতি কারণ
লিঙ্গ দেহ কথা না থাকে স্মরণ
পূর্ব্বজন্ম তবে, মিথ্যা কি রে হবে,
স্বতঃসিদ্ধ হবে প্রমাণে খণ্ডন?

৫২

এই আমি পুনঃ সূক্ষ্ম দেহে যাই
জাগরণ পরে যথা রে ঘুমাই।
জাগ্রত জনম, সুষুপ্তি মরণ,
প্রতি জন্ম প্রতি দিনে দেখা পাই।

৫৩

স্থূল দেহ পরে সূক্ষ্মেতে গমন।
জাগরণ পরে সুষুপ্তি যেমন
পুনঃ স্থূল আর জাগ্রত আবার,
নির্ব্বাণ হইবে লীলা সম্বরণ॥

৫৪

সুষুপ্তির শেষে "আমি"ত নিশ্চয়।
এই পুনর্জ্জন্ম কি সে বা সংশয়?
যদি বল দেহ, রাখে নাত কেহ,
তবে বা কেমনে সে আমি উদয়?

৫৫

হস্ত পদ আদি, কোন অঙ্গ গেলে,
অহম্ভাব কি রে যায় কোনকালে?
দেহ জীব বাস, বেদান্ত আভাস,
বাসী কি মরিবে আবাস ভাঙ্গিলে?

৫৬

যারে "আমি" বলি সে "আমি" তখন,
লিঙ্গ দেহ বাস করিবে ধারণ।
স্থূল সূক্ষ্ম স্থূল, বলিলাম স্থূল,
চক্রাকারে জীব করে বিচরণ।

৫৭

যদি বল পূর্ব্বজন্মকথা তবে
ঐ জনমে কেন স্মরণে না র'বে?
এ দেহে যা হয়, প্রায় সমুদয়
বলিতে ত পারে সাধারণে সবে।

৫৮

পূর্ব্বস্মৃতিলোপ অসম্ভব নয়!
ঘোর বিকারেও স্মৃতি লোপ হয়।
তবু কভু কার, পূর্ব্বস্মৃতিভার
থাকে, তাকে লোকে জাতিস্মর কয়।

৫৯

এই দেহে দেখ বার্দ্ধক্য কারণ
যাহা কিছু করে, না থাকে স্মরণ।
তবে কি রে তা'র, হবে না স্বীকার
কৃতকর্ম্ম যাহা করি দরশন।

শেষ

৬০

এ দেহ বিয়োগে সূক্ষ্ম দেহ হবে।
স্থূল দেহ সাথে জীব নাহি যাবে।
সূক্ষ্ম দেহ পরে, ভোগ অনুসারে,
স্থূলদেহ লভি আবার ভুগিবে।

৬১

জীব যতদিন ভোগে বাঁধা রয়,
স্থূল দেহ তা'র পুনঃপুনঃ হয়।
ভোগ শেষ হ'লে, আত্মাসনে মিলে,
নির্ব্বাণ তখন(ই) জানিবে নিশ্চয়।

৬২

কিন্তু জীব, ভোগ এড়াবে কেমনে?
সংসার যে পূর্ণ ভোগ্য উপাদানে।
অতুল বৈভব, আদি কত সব,
ভোগে বাঁধা জীব, বিবিধ বিধানে।

৬৩

কুপথদর্শক ষড়রিপু তারে
করেছে নিরুদ্ধ ভব-কারাগারে।
সংসার-পীড়িত জীব মোহগত
এ ঘোর রহস্য বুঝিতে কি পারে?

৬৪

কেমনে বুঝিবে এ ঘোর মায়ায়,
সংসারের সুখ মরীচিকা প্রায়।
জীব কর্ম্মস্থলে আসি, কর্ম্মী হলে,
কর্ম্ম-অন্তে ফল-ভোগে শিক্ষা পায়।

৬৫

এই ত সংসার কর্ম্মের আলয়,
কর্ম্মী তা'তে দেখি জীব সমুদয়।
কর্ম্মক্ষেত্রে তবে শিক্ষা কিসে হ'বে
কর্ম্ম যদি তার নাহি অন্ত হয়।

৬৬

তবে কি নিষ্কৃতি নাহি হ'বে আর?
ভুগিবে কি জীব সংসারের ভার?
গতায়াত তবে, কেমনে ঘুচিবে?
কিরূপে সম্ভব নির্ব্বাণ তাহার?

৬৭

কিন্তু রে স্রষ্টার অপূর্ব্ব বিধান।
আত্মা-রূপে জীবে করি অধিষ্ঠান,
মঙ্গল কারণ যাহা প্রয়োজন,
দিয়াছেন জীবে সেই উপাদান।

৬৮

ব্রহ্ম মায়াময় সৃষ্টির ব্যাপারে
সঙ্কল্পে কল্পিত হন জীবাকারে।
পরে, অহঙ্কার হয় জানি তাঁ'র
সম্ভূত অবিদ্যা বাসনানুসারে।

৬৯

অহঙ্কারে বুদ্ধি পরে মন হয়,
ক্রমে মন হ'তে ইন্দ্রিয় উদয়,
পঞ্চভূত পরে জীবদেহ ধরে
জীব ভাবাপন্ন পঞ্চ কোষময়।

৭০

হায় রে সে মায়া বর্ণিব কেমনে,
দিয়ে বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়াদি গণে
চরাচর ব্যাপ্ত, নিষ্ক্রিয়, নির্লিপ্ত
সাক্ষিরূপী সেই জীব হৃদাসনে।

৭১

অহঙ্কারে আমি বুদ্ধির বিকারে,
কর্ম্মকর্ত্তারূপে এ ঘোর সংসারে,
আত্মা হ'তে ভিন্ন করি মনে গণ্য
কর্ম্ম-ফলে বাধ্য হই জীবাকারে।

৭২

সংসারের সাজা কর্ম্ম অনুসারে,
জন্ম জন্ম ভোগ করি বারে বারে,
অহঙ্কার হায়, তবু নাহি যায়,
আত্ম-পর-বোধ-কুবুদ্ধি-বিচারে।

৭৩

ইষ্ট-পথ-ভ্রষ্ট মায়ারূপধারী
হায় রে কুবুদ্ধি কলুষ সঞ্চারী।
দিয়ে পাপ ডালি, বৃথাই কাটালি,
দুর্লভ মানব জনম আমারি।

৭৪

কত জন্ম পরে লভিতে বিরাম
মানব জনম মুক্তির সোপান ;
করি আরোহণ, হ'ল রে পতন,
ধিক্ বুদ্ধি তোর আত্ম-অভিমান।

৭৫

ছায়ামাত্র এই আদর্শ প্রকৃতি
নিত্য জ্ঞানে ; হ'য়ে সত্যের বিস্মৃতি,
খোয়ালি আসল ব্রহ্ম-লক্ষ্য ফল,
তবু কি গেল না বুদ্ধির বিকৃতি।

৭৬

ব্যসন-বিলাসে হইয়া বিভোর,
না ভাবিলি আয়ু সীমাবদ্ধ তোর,
পুনর্জন্ম দ্বার, খুলিলি আবার,
দুঃখের সাগরে ভাসিলি পামর।

৭৭

এ ঘোর কঠোর জঠর-যাতনা
দেখি,ঠেকে,শুনে,শিক্ষা কি হ'ল না
জন্ম মৃত্যু ভয়, পুনঃ রে আশ্রয়
করিবে, তবু কি হ'লনা চেতনা।

৭৮

জগৎ যখন ছায়ার সমান,
নিত্যত্ব তাহার নহে সপ্রমাণ,
তবে কি আশায়, নিত্য বলি তায়,
অনিত্য-সুখেতে আছ ভাসমান।

৭৯

যদি বল কিসে প্রকৃতি সুন্দরী
ছায়ামাত্র, যাহা নয়নেতে হেরি-।
গোচর অসত্য, কিরূপে অস্তিত্ব,
স্বীকার্য্য হ'বে বা অদৃশ্য ব্রহ্মের(ই)।

৮০

দর্পণে যা কিছু কর দরশন,
'ছায়ামাত্র তা'র, করি নিরীক্ষণ।
পদার্থ অলক্ষ্য ছায়াই প্রত্যক্ষ
জগতে তেমতি সত্য নিরূপণ।

৮১

নিত্য বস্তু ব্রহ্ম, সত্য সমাচার
দর্শনেতে করি দর্শন তাহার ;
মীমাংসায় পাই, অহংকারে নাই,
বুঝেও বুঝি না জ্ঞানের বিকার।

৮২

ধিক্ বুদ্ধি তোর, ধিক্ অভিমান,
ধিক্ অহঙ্কারে আমিত্ব প্রমাণ।
হায় একি সাজা, ভবে কর্ত্তা সাজা,
আশা ব্যাধি যাহে সদা বিদ্যমান।

৮৩

কত যে উপাধি, ব্যাধিমাত্র হায়,
নশ্বর দেহের গৌরব বিধায়,
ভুলায়ে সকলে, যেন ইন্দ্রজালে,
বেধেছে সংসারে অবিদ্যা-মায়ায়।

৮৪

হায় ! একি মায়া বুঝেও বুঝি না।
ক্ষণমাত্র-স্থায়ী বিরাগ-বাসনা।
নিবৃত্তি প্রবৃত্তি, পর্য্যায় আবৃত্তি,
আলোকে আঁধারে, আলো ত হ'ল না।

৮৫

না পাই ভাবিয়া কি করি উপায়,
হৃদয়ে দৃঢ়তা নাহি কিছু হায়।
মায়ার সংসারে, মজি একেবারে
জীবন গেল রে অনন্ত আশায়।

৮৬

ধন্য হে প্রসাদ প্রসাদে তারার,
ধন্য লালাবাবু নিবৃত্তি তোমার,
ধন্য পুণ্যফল, সুকৃতি সম্বল,
মানব দেহেতে সিদ্ধ অবতার।

৮৭

কোথা হে গৌতম, বশিষ্ঠ, বাল্মীক,
কোথা দেবঋষি সত্ত্বগুণাত্মিক,
কোথা হে শঙ্কর, সাক্ষাৎ শঙ্কর,
কোথা বেদব্যাস বিশিষ্ট বৈদিক।

৮৮

বাঞ্ছিত ঐহিক-সুখ-উপভোগ
তোমা সবে যাহা সহজে সম্ভোগ
তুচ্ছ জ্ঞান করি   সুখে পরিহরি
পলাও কেন ? কি বিধির নিয়োগ ?

৮৯

কিংবা কি জেনেছ এ সুখ আরাম
ছদ্মবেশ-ধারী মায়া অবিরাম
রাখে রে ভুলায়ে   দাবাসুত দিয়ে
না দেয় যাইতে চির-শান্তিধাম।

৯০

অথবা এ সুখ নিত্য সুখ নয়।
ইহা হ'তে আছে সুখের আলয়।
আমরা সংসারী   বুঝিতে না পারি,
ক্ষণস্থায়ী সুখে ভাগ্য পরিচয় !

৯১

ধিক্ রে আমারে হেন সুখরাশি
লভিবারে হায় এত অভিলাষী—
কবে রে আমার   এ মোহ আঁধার
নাশ হ'বে জ্ঞান আলোক প্রকাশি।

৯২

হে বুদ্ধে ! জানিবে নিত্যবস্তু হয়
আধার নিশ্চয়, আধেয় তা নয়.
জ্ঞানের বিকাশে পা'বে অনায়াসে
মহাজনপথ চির-শান্তিময় ।

৯৩

তুচ্ছ এ অনিত্য সুখ পারাবার ।
আশার আশায় ভাসা মাত্র সার ।
আর কেন তবে ভাসিতেছি সবে ?
চল কূলে যথা পাব রে আধার ।

৯৪

জানিতেছি যাহা হ'বে পরিণাম ।
সুখের আগার এ আনন্দ ধাম—
দুঃখময় হ'বে সম্বন্ধ কাটিবে,
এ অনিত্য সুখে কোথা রে আরাম ?

৯৫

তবে কি কুহকে বালকের মত
খেলিতেছি লয়ে মিছা দারাসুত !
অনিচ্ছায় তবে নষ্ট যদি হবে
কেন হায় তায় হই বশীভূত ?

শেষ

৯৬

ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য যাতে হয়,
কেন তাতে মুগ্ধ জীব সমুদয় ?
ছাড়ি উচ্চ আশ, তুচ্ছ লয়ে বাস—
কেন করি ? যার সম্বন্ধ না রয়।

৯৭

তাই বলি হিত এখনও শুন,
সময়ে উপায় কর অন্বেষণ,
কাটিবে বিকার, হৃদে অনিবার—
বহিবে অনন্ত সুখপ্রস্রবণ।

৯৮

প্রবৃত্তিকে বশ নিবৃত্তিতে কর,
কর্ম্মকাণ্ড শেষে জ্ঞানকাণ্ড ধর,
এ ভববন্ধন হ'বে বিমোচন,
ভুঞ্জিবে অনন্ত শান্তি সুখকর।

৯৯

অন্ধ জীব দেখ জ্ঞানচক্ষে আর
সংসারে নিত্যত্ব ভ্রান্তি মাত্র সার।
জীব মাত্রে সবে, ত্রিগুণ সম্ভবে
ভবে তমাধিক্যে মায়ার(ই) বিস্তার।

শেষ

১০০

মোহ আদি নীচ প্রবৃত্তিনিচয়
যেই তমোগুণে উপলব্ধি হয়,
দিয়ে ভালবাসা ব্যাধিরূপী আশা—
বেঁধেছে সংসারে জীব সমুদয়।

১০১

কিন্তু ভাবি তাই না পাই যুকতি,
তমে কি কেবল হয় অধোগতি ?
সংসারী যাহারা পতিত কি তারা ?
জনকের তবে কেন বা সদ্গতি।

১০২

তবে কেন শিব প্রলয়ের(ই) ছলে
তমোগুণময় ললাট মণ্ডলে
না হয় সংসারী কিংবা অত্যাচারী—
মুক্তি কেন তবে শিবমন্ত্র ফলে !

১০৩

কিন্তু কি বিষম বিষে বিষ ক্ষয়
তমঃ হতে অধঃ তমতে প্রলয়
প্রলয়ে কৈবল্য এ নহে বাহুল্য
তমোগুণ হ'তে মোক্ষলাভ হয়।

১০৪

অযথা প্রয়োগে যথা বিষে হায় !
প্রাণনাশ ক'রে কুফল ফলায়
কিন্তু সুপ্রয়োগে বিকারাদি রোগে-
দেখি পুনঃ তাতে জীবন ত পায় !

১০৫

তেমতি রে দেখি অজ্ঞানের পাকে
অধোগতি তমোগুণে হয়ে থাকে
সৃষ্টি অহঙ্কারে তমোগুণ ধরে
তমে মোক্ষ পুনঃ জ্ঞানের আলোকে।

১০৬

অনুলোমে দেখি গুণের বিচার
সৃষ্টিতত্ত্বে ক্রমে প্রকৃষ্ট প্রচার
পুনঃ লয় কালে দেখিবে রে ছলে
ক্রমে মেশামিশি বিলোমেতে তার

১০৭

সত্ত্বে তত্ত্বজ্ঞান নিবৃত্তি উদ্ভব
তমঃ অহঙ্কার করিছে প্রসব
অহঙ্কারোদ্ভূত মায়াবদ্ধ যত—
জীবে, হংসজ্ঞানে সিদ্ধি সম্ভব।

১০৮

'হং' এ অহঙ্কার, তমোগুণালয়
'স' তে পরমাত্মা, পূর্ণ ব্রহ্মময়
তমঃ সত্ত্ব গুণে, শুভ সুমিলনে—
সূর্য্যতেজে যথা চন্দ্র তেজোময়

১০৯

সেই হংসজ্ঞান সুবুদ্ধি আভাস
প্রণবেতে তার পূর্ণ পরকাশ--
মুক্তি যদি সার ভাবনা কি আর
প্রণবেতে হবে পূর্ণ অভিলাষ।

১১০

হংস বা অজপা জপেতে সংযমে
'সোঽহং' আসে পরে আবৃত্তির ক্রমে
পরে 'স' 'হ' হয়, ক্রমশঃ বিলয়
থাকে সে "ওঁ" কার প্রণব চরমে।

১১১

কিন্তু রে ওঁকার বর্ণিব কি ক'রে
চরমেতে স্থিত সহস্রার পুরে
জানি না বিশেষ, কি বলিব শেষ—
জ্ঞানে যাঁ'রা তা'রা আসে না ত ফিরে।

১১২

তবে মাত্র জানি আভাসেতে তা'র
যাহা কিছু হয় তিনি মূলাধার
বিরাট আকারে, ব্যাপ্ত চরাচরে
নির্গুণেতে পুনঃ হন নিরাকার।

১১৩

অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড আদি যত সব;
সংক্ষোভেতে সূক্ষ্ম ব্রহ্মেতে উদ্ভব।
এই যে প্রকৃতি, ব্রহ্মবীজে স্থিতি
সেই সূক্ষ্ম বীজে সকলই সম্ভব।

১১৪

যদি বল হেন নাহি লয় মনে
এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সূক্ষ্মেতে কেমনে
করিব বিচার? বিরাট আকার
থাকিতে কি পারে সূক্ষ্ম আয়তনে?

১১৫

কিন্তু অসঙ্গত বলি না রে তায়
বৃক্ষকে দেখিরে বীজে কল্পনায়
জীব জন্তু যত শুক্রেতে নিহিত
সূক্ষ্ম শুক্রে দেখি সেই জীবকায়।

২১৬

সূক্ষ্ম দরশনে প্রকৃতি আকার
কারণেতে লয় মীমাংসা তাহার
বাহ্য দরশন, করে কি কখন
জ্ঞান মার্গে যার আছে অধিকার।

১১৭

জ্ঞানমার্গে যা'রা শাস্ত্রের প্রভাবে
নশ্বরত্ব ভাবি ঈশ্বরত্ব লাভে
সচেষ্ট সকল, করে কর্ম্মফল
সংন্যস্ত সে জনে যাঁরে ঈশভাবে।

১১৮

যোগমার্গে যোগী শান্তির আশায়
কঠোর বিধানে সাধ্য সাধনায়
মূলাধার হ'তে সুষুম্নার পথে—
নির্ব্বাণ লভিতে সহস্রারে ধায়।

১১৯

ভক্তে দেখি তা'র সরল উপায়
গুরু উপদেশ করিয়া মাথায়
কোথা ইষ্ট বলে, নয়নের জলে
হৃদয়ের সাধ তাঁহারে জানায়।

শেষ

১২০

যে পথে হউক এক উপলক্ষ
যে যা' ভালবাসে করি তাই লক্ষ্য
কেহ ইষ্ট-বলে কেহ ঈশবলে—
যোগবলে কেহ লভিতেছে মোক্ষ।

১২১

এই মোক্ষ "শেষ" যাহা লক্ষ করি
বর্ণিতে প্রয়াস পঙ্গু যথা গিরি
লঙ্ঘিবারে চায়, কিংবা চন্দ্রমায়
বামনের(ক) আশ অসম্ভব হেরি।

১২২

মোক্ষ কি নির্ব্বাণে জীব কি যে পায়
নাহি শক্তি হেন ধরি কল্পনায়
রূপে কি অরূপে জানি না কিরূপে—
সাকারে কি নিরাকারে মিশে যায়।

১২৩

জাগ্রত, স্বপন, সুষুপ্তির ছলে
বেদে স্থূল আদি তিন দেহ বলে
উক্ত সমুদয় চিন্তাতীত নয়
বোধগম্য হয় চিন্তায় ধরিলে।

শেষ

১২৪

কিন্তু পরে যাহা তুরীয় ব্যাপার
সেই ব্রহ্মরূপ বর্ণে সাধ্য কার
আলো কি আধারে সে রূপ না ধরে
অচিন্ত্য অদৃশ্য সেই নিরাকার।

১২৫

বিক্ষোভেতে দেখ তত্ত্ব সমুদয়
স্থূলাদি শরীরে ক্রমশঃ বিলয়
কোন তত্ত্বে তবে সে জন সম্ভবে
কি তত্ত্বে পাইব সেই ব্রহ্মময়।

১২৬

ত্রিগুণেতে এই সৃষ্টি স্থিতি লয়
প্রত্যক্ষ যে সব অনুভূত হয়
ত্রিগুণের পরে কি গুণে বিহরে
কে বলিতে পারে সেই ইচ্ছাময়?

১২৭

ত্রিগুণের তাঁর কোন গুণ নাই
কিন্তু গুণাধার জানিতে ত পাই
যাহা'তে উৎপত্তি সেই জানি ভিত্তি
গুণময় ব্রহ্ম শেষ বলি তাই।

১২৮

গুণাধার ব্রহ্ম জ্ঞানের অতীত
প্রকাশ্য কিছুতে নহে প্রকাশিত
কিন্তু প্রকাশক এ বিশ্বব্যাপক
তেজোময় ব্রহ্ম তাই অভিহিত।

১২৯

তত্ত্বমধ্যে তিনি কোন তত্ত্ব নয়
সৃষ্টি তত্ত্বে যদি দেখি সমুদয়
কিন্তু তত্ত্ব যত তাঁ হ'তে উদ্ভূত
তাই বলি শেষ ব্রহ্ম তত্ত্বময়।

১৩০

জ্ঞান বুদ্ধি মন কল্পনায় যাঁরে
কোন রূপে, রূপে ধরিতে না পারে
তিনি নিরাকার; পুনশ্চ স্বাকার
রূপগত ব্রহ্ম স্বাকার আকারে।

১৩১

অনন্ত ভাবিলে অনন্তে মিশায়
নিরাকারে তুষ্ট কেবা সাধনায়
পিপাসার দায় কথাতে কি যায়
অদৃষ্ট কি দৃষ্ট হয়, কল্পনায়?

১৩২

রূপময় ব্রহ্ম রূপের আধার
সর্ব্বরূপে তিনি সমস্ত প্রচার
যে রূপেতে তাঁরে ইচ্ছা অনুসারে
ভাবিবে পাইবে সেই সারাৎসার।

১৩৩

গুরু উপদিষ্ট ইষ্ট প্রাণারাম
ইচ্ছা অনুরূপ রূপ অভিরাম
নিশ্চয় সে "শেষ" ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ
শেষ জানি এই জীব পরিণাম।

১৩৪

সাষ্টি আদি মোক্ষ বিভিন্ন আকারে
নির্ব্বাণেতে মুক্তি হয় একাবারে
নির্ব্বাণই শেষ থাকেনা বিশেষ
শেষ লক্ষ্য মোক্ষ জানি একাধারে।

১৩৫

কেহ বা নির্ব্বাণে জীবন জুড়ায়,
সাষ্টি আদি মোক্ষ কেহ পেতে চায়,—
সকামে সম্ভব সাষ্টি আদি সব
নিষ্কামে, ব্রহ্মেতে আপনি মিশায়॥

যম।

১

ওহে প্রিয়তম সখে! শান্তির আলয়
শোক, তাপ নানারূপ সংসার পীড়ায়
জর্জ্জরিত জীবকুল না দেখি আশ্রয়
তব আলিঙ্গনে তারা জীবন জুড়ায়।

২

ব্যসন বিলাসে সদা বিভোর যেজন
নাহি ভাবে সীমাবদ্ধ জীবন তাহার
তব স্মৃতি তা'র বটে ভীতি উৎপাদন
কিন্তু লভি শান্তি তব স্মরণে অপার।

৩

ঐহিক সুখের কণা সুখ অভিলাষী
নাহি লভি, দুঃখ-স্রোতে দিতেছে সাঁতার
অসহ্য অনল সম সেই দুঃখরাশি
যতনে দিবেছে তব প্রীতি উপহার।

৪

হায় রে জাগ্রত সম, মায়ারি বিস্তারে
লীলাময়ী প্রকৃতির মিথ্যা আড়ম্বর
বাহ্য দরশনে, সূক্ষ্ম না ভাবি অন্তরে
সত্য জ্ঞানে যম তুমি অতি ভয়ঙ্কর।

৬৮

ভাবুক তোমায় সবে ভীষণ আকার
কিন্তু তুমি ধর্ম্মরাজ মম মনে লয়
মায়া মোহে ব্যাধিগ্রস্ত জীবন আমার
ভিক্ষা করি আত্মাসনে করহে বিলয়।

৭২

হে অন্তক জানি তুমি চির শান্তিধাম
ধর্ম্মরাজ নামে তুমি তাই অভিহিত,
মরণে মঙ্গল যদি নহে পরিণাম
কুরুক্ষেত্র ধর্ম্মক্ষেত্রে কেন পরিণত ?

৭৬

কেন তবে পূর্ণব্রহ্ম রাম সূর্য্যকুলে
সংসার পীড়ায় যবে হইয়া অধীর
মৃত্যুর উদ্দেশে পশি সরযূ সলিলে
ত্যজিলেন দুঃখময় অনিত্য শরীর ?

৮

মৃত্যুতে ভোগের অন্ত তুমি অন্তকারী
পরিমেষ্টি নামে তাই বিদিত ভুবনে।
তবে কি আমরা সূক্ষ্ম বুঝিতে না পারি
তব দণ্ড মৃত্যু বলি এ দেহ পতনে॥

৯

কেমনে বলিব মৃত্যু স্থূল দেহ পাতে
পতনে ভোগের অন্ত যদি নাহি হয়?
পুনঃ যদি সেই আত্মা ভুগিবে জগতে
কারে মৃত্যু বলি তবে কি আছে নিশ্চয়॥

১০

জানি বটে জীব আমি পঞ্চ কোষময়
দৃশ্যমান স্থূলদেহে আছি বর্ত্তমান।
কিন্তু যাহা প্রাণ-মন-বিজ্ঞান-আলয়
নহে কি আমাতে তথা আমি বিদ্যমান।

১১

আমার আমিত্ব যদি মৃত্যুতে না যায়
সূক্ষ্মদেহে শূন্যে সদা করি বিচরণ।
তবে বা কেমনে মৃত্যু বলিব তাহায়
স্থূলদেহ অন্নকোষ ধ্বংসের কারণ॥

১২

না পাই ভাবিয়া কেন মৃত্যু ভয়ঙ্কর
স্থূল সূক্ষ্ম দুই দেহে আমি বর্ত্তমান;
তবে কি এ স্থূল দেহ ত্যজিবার পর
সূক্ষ্মদেহপ্রবর্ত্তন মৃত্যুর প্রমাণ ॥

১৩

আত্মীয় বান্ধব কিংবা সংসার মাঝারে
প্রিয় বস্তু যত যাহা করি দরশন;
তারা কি সূক্ষ্মের দশা না ভাবি অন্তরে
প্রণয়বিচ্ছেদে বলে সূক্ষ্মই মরণ ॥

১৪

কিন্তু, কেন ধর্ম্মরাজ না পাই ভাবিয়া
তোমার দয়াকে শাস্তি ভ্রান্ত জীবে কয় ।
মৃত্যুত ভোগের শেষ, শাস্তি না হইয়া
শাস্তিপদ বাচ্য কেন ? বিষম সংশয় !!

১৫

জীবব্রহ্ম মধ্যস্থলে তব কার্য্য জানি
পরলোকে, তবালয়ে, এ দেহ অন্তরে,
অতিথি কালের স্রোতে জীব অভিমানী
উঠে কিম্বা পড়ে পুনঃ কার্য্য অনুসারে ॥

১৬

বিধির নিয়োগ কিংবা তব দণ্ড হায়,
জীব পরিণাম ভাবি মূঢ় বলে আমি
জীবদেহে বিচরণ কিংবারে আত্মায়
মিসি নিজ কর্ম্মফলে ফল অনুগামী ॥

১৭

তোমাকে দুষি বা কেন, কি দোষ তোমার,
তোমার বিচার সূক্ষ্ম ধর্ম্মে সমাহিত।
আমি ত পাষণ্ড পাপী, তাই বার বার
আসা যাওয়া করি তাহা বিচার-বিহিত ॥

গীত।

মূলতান—একতালা।

শোন্ রে আমার মন।
যদি মুক্ত হ'বি এ ভব-বন্ধন॥
যদি হবি পার, ভব-পারাবার,
অজপা গায়ত্রী—জপ অনিবার;
ওঁকার যে হয়, ব্রহ্ম পরিচয়;
সোঽহং শব্দে তার সুগঠন॥
হংস হ'তে হয় সোঽহং উদয়,
সকার হকার ক্রমশঃ বিলয়,
থাকে সে ওঙ্কার চরমেরই লয়,
পূর্ণ হ'বে তবে রে সাধন॥
সাধনের আদি অন্ত ওঙ্কার,
ওঙ্কার পুরুষ প্রকৃতি আকার,
সাধনে সমতা হবে নির্ব্বিকার,
অহং ত্বং ভাব নিবারণ॥
দ্বিজ যদু কয় ওঁম্ শুভদাতা,
সৃষ্টি স্থিতি লয় কর্ত্তা প্রসবিতা,
প্রণব উপমা কিবা আছে কোথা,
মর্ম্ম জানে যার যোগিজন॥